রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৪, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/৪ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৪৪-আইন/আয়কর-২৫/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস করিয়া প্রদেয় করহার নিম্নবর্ণিতভাবে ধার্য করিল, যথা:—

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) করমুক্ত থাকিবে;

(খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% (বারো শতাংশ) হইবে; এবং

(গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০% (দশ শতাংশ)।

মূল্য : টাকা ৪.০০

শর্তাবলি:

(অ) রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হইতে হইবে এবং উক্ত আইনের বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;

(আ) কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হইলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

(২) এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় এবং ধার্যকৃত করহার উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যথাক্রমে, কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় এবং হ্রাসকৃত করহার বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩। (ক) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার কোনো প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে হ্রাস করিয়া ১২% (বারো শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হইবে;

(খ) যেক্ষেত্রে উক্ত আইনের কোনো বিধানের ফলে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার আনুপাতিক হার প্রয়োগ করিয়া ১২% (বারো শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য হইবে সেইক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ আনুপাতিক হারে হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হইবে;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পন্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে এই প্রজ্ঞাপনের করহার প্রযোজ্য হইবে এবং কোনোভাবেই উহাকে আর হ্রাস করা যাইবে না।

৪। উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার × ক/১২)% অথবা (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার × খ/১২)% নিয়মে পরিগণিত করহার প্রযোজ্য হইবে এবং সনদে উল্লেখ করিতে হইবে, যেখানে—

ক = এইরূপ করহার যাহা ১২% এর নিম্নে হয়, এবং

খ = (২৭.৫ × বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ)/১০০; যেক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে, অথবা

খ = (৩০ × বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ)/১০০; যেক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে না।

৫। ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং-২১০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৩ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৬। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd